গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার মার্চ, ২০২৪ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
তারিখ	:	২৪ মার্চ ২০২৪
সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
স্থান	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-৩) শাখাকে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নরূপে বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১) ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভাকে জানানো হয়, জানুয়ারি, ২০২৪ এর কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে কোনো প্রকার সংশোধনী পাওয়া যায়নি। সুতরাং কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	---
সভায় আরো জানানো হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে নির্দেশনা এবং প্রতিশ্রুতির হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসে আপলোড করা হচ্ছে।	প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে হালনাগাদ অগ্রগতি আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	**প্রশাসন-৩ শাখা**

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত (**বাস্তবায়নের হার ৬৬.৬৭%**)। তিনি অবশিষ্ট ৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।**	(১) ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ ৮ হাজার ২৩৩টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ২৯৮ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ১৮৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে ২৭৪টি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৩১ জন আসামির বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রতি মাসের সমন্বয়সভায়

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
	(খ) মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।	(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি "সমন্বিত এ্যাকশন প্লান" প্রস্তুত করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে সভা/সেমিনার-২৬টি, আলোচনা সভা/শ্রেণি বক্তৃতা- ১৬২টি, ১১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ/মেন্টর তৈরি, ৭১টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য বিরোধী আলোচনা সভার ও শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন, ১৬টি কারাগারের কারাবন্দিদের নিয়ে আলোচনা সভা, ২০টি সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক ও ইউটিউব) মাধ্যমে মাদকের কুফল সংবলিত তথ্যের ফিচার এবং টিভিসি প্রচার, অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত অনলাইনের মাধ্যমে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ ও ১৪টি প্রিন্ট মিডিয়া এবং ১৭টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ৮৯টি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত পোস্টার, ২৪ হাজার ৪৩৫টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট, ১ হাজার ২৮৫টি মাদকবিরোধী স্টিকার, ৯৯টি মাদকবিরোধী ফেস্টুন, ৯ হাজার ৮৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত কলম, ৫ হাজার ৪৬০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত খাতা, ৩ হাজার ৫৩৯টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত স্কেল, ৪ হাজার ৪৩৩টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স, ৮৭২টি মাদকবিরোধী	(২) মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		স্লোগান সংবলিত টি-শার্ট, ৯৮টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত টিস্যু বক্স, ২৯০টি মাদকবিরোধী সংবলিত ব্যাগ, ১৩৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত মগ, ১৯৯টি মাদকবিরোধী সংবলিত ছাতা, ১৫০টি মাদকবিরোধী সংবলিত ফোল্ডার, ৬৭০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ক্যালেন্ডার, ১৫০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ডায়েরি এবং ৯৬৭টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত এক্রিলিক-পিভিসি বোর্ড বিতরণ করা হয়েছে।	
	(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Modernization of DNC" প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। **(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)**	(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ২২/৮/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগে ডিপিপি'র উপর যাচাই বাছাই সভা ৭/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি অধিকতর যাচাইয়ের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডির সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিমের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধিসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ০১/০২/২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ)/যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা**
নির্দেশনা-২	**মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।** **(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ,**	১) "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্পের নকশায় ২টি পুরাতন ভবন রয়েছে যা ভেঙ্গে অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান পূর্তকাজ (ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ) ০৪/০২/২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে। মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ২০/০২/২০২৪ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে।	১) কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
		২) ০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ'	(২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	প্রকল্পের গত ০৮/০৭/২০২১ তারিখে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের জমি চূড়ান্তকরণে জটিলতা থাকায় ০৫ টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২১/০৯/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক চট্টগ্রাম ও রংপুরসহ ৭টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের নিমিত্ত গনপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের নিরাময় কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্রের জন্য চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে ১টি জমি নির্বাচনপূর্বক অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ১৯/০২/২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
		(৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি বিভাগের ৯টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, বগুড়া, নাটোর, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, দিনাজপুর) প্রতিটিতে ১০০টি বেড সংখ্যা এবং ৫ একর জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ একর জমি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নাটোর জেলা হতে জমির প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। নাটোর ব্যতীত অন্য কোন জেলার প্রস্তাব না পাওয়ায় ২২/০২/২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।	(৩) জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
		(৪) ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসে ৩৭৪টি বেসরকারি	(৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্যে ৭৬টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	(১) 'প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের নকশা ও লে-আউট প্ল্যান মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির নিমিত্ত সাসটেইনেবল রিসার্চ এন্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (এসআরসিএল) এর ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী বিকল্প জমির প্রস্তাবনা সমীচীন হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত জায়গা কুষ্টিয়ার পরিবর্তে ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করার অনুরোধ জানিয়ে ২৮/০২/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) 'প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প এলাকা কুষ্টিয়ার পরিবর্তে ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করার প্রশাসনিক অনুমোদন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**

৩। **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে ১০টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (**বাস্তবায়নের হার ৬২.৫০%**)। তিনি অবশিষ্ট ৬টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে।** **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে।** **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে**	(১) দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি এর ওপর ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা**

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। **(তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	**অধিশাখা)**
		(২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯/১০/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৮/১১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
		(৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুনর্নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটির অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগ হতে ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮/১২/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
		(৪) প্রস্তাবিত ৩৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৯/০১/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০৭/০২/২০২৪ তারিখে ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি যাচাইয়ান্তে শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	৪) প্রস্তাবিত ৩৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
নির্দেশনা-২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ**	(১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রকল্পের বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে বলা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি চূড়ান্ত করে দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	পুনর্গঠনের জন্য ০৩/০৩/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।** (তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত চাহিদানুযায়ী পদ সৃজন, পদ বিলুপ্তকরণ, পদনাম পরিবর্তন, বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ ও যানবাহন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট মোতাবেক পৃথক পৃথক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য এ বিভাগ হতে ১০/০১/২০২৪ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট মোতাবেক পৃথক পৃথক প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** (তারিখ-২০.০১.২৯ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):	(১) সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরাধীন ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন" নামে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১/১০/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১৩/০২/২০২৩ তারিখে এ বিভাগ হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	১) সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরাধীন ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
নির্দেশনা-৫	**নানারকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ**	(১) প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ১১/৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা ২২/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১) "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" প্রকল্প ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ**

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	করতে হবে। (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা।	উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)
নির্দেশনা-৬	বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা:	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদসহ ১৩৪টি পদ সৃজনের পৃথক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩/১০/২০২৩ তারিখে ৯২টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে ১০/০১/২০২৪ তারিখে উক্ত পদসমূহ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে ১৮/০২/২০২৪ তারিখে উক্ত পদসমূহ সৃজনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে যা ০৩/০৩/২০২৪ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়। বর্ণিত পদসমূহ সৃজনের প্রস্তাবনাটি অধিকতর যাচাই-বাছাইপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১) ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাবনাটি যাচাই-বাছাইপূর্বক পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
প্রতিশ্রুতি-১	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)	(১) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত পুননির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৯/০১/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০৭/০২/২০২৪ তারিখে ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি যাচাইয়ান্তে শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত ৩৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)
প্রতিশ্রুতি-২	কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে	ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ৩৪টি (২৬টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ)	১) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত ৩৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হবে। **(তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৯/০১/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০৭/০২/২০২৪ তারিখে ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি যাচাইয়ান্তে শীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

৪। **কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি :** কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ২৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (**বাস্তবায়নের হার ৫৭.৬৯%**)। তিনি অবশিষ্ট ১১টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন:

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) প্রকল্পটির অনুমোদনের জন্য ২৪/৭/২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৪/৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে প্রেরিত খসড়া মাস্টারপ্ল্যান কারা অধিদপ্তরে যাচাই-বাছাই চলছে। মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হলে সে মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-৩	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**	(১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের জন্য কার্যক্রম	১) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩২%। (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘরের মাস্টারপ্ল্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩০/৮/২০২৩ তারিখে অবগত করা হয়েছে এবং তিনি এতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাসমূহ সংশোধিত আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২৭/১১/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ০৬/০২/২০২৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১/০৩/২০২৪ তারিখে ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/সুপারিশ পাওয়ার পর আরডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।	হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর** ২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) প্রস্তাবিত জনবলের পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের লক্ষ্যে ২৮/১২/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচিত তথ্যাদি এ বিভাগ হতে ২৪/০১/২০২৪ তারিখে অর্থ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলে ১২/০৩/২০২৪ তারিখে ১,৮৯৯টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে পদসমূহের বেতনস্কেল ভেটিংয়ের জন্য বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রেরণপূর্বক এ বিভাগে অনুলিপি প্রেরণ করেছে।	১) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রস্তাবিত জনবলের পদের বেতনস্কেল ভেটিং কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ণের নিমিত্ত স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬;স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) একই ধরণের ২টি ভিন্ন প্রকল্প (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য ১টি) গ্রহণের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০/১২/২০২২ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১৭/৮/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ নির্মাণের জন্য প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করে ০১/১১/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
প্রতিশ্রুতি-৪	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	(১) ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাবনা ০৩/০১/২০২৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২) কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৮/১/২০২৩ তারিখ প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনগ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। **বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে জানান, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। তন্মধ্যে ৫টি বাস্তবায়িত (**বাস্তবায়নের হার ৭১.৪৩%**)। অবশিষ্ট ২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন:

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা**	(১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১/১০/২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/অনুবিভাগ**

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হবে। **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	পার্শ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯/১১/২০২৩ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত জমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।	**প্রধান/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)**
		(২) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৪৩টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ অনুবিভাগ প্রধান**
		(৩) ই-টিপি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে DG Infotech Ltd চূড়ান্ত নমুনা কপি দাখিল করেছে যা যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে DG Infotech Ltd কে ২৪/১২/২০২৩ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। জিটুজি পদ্ধতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফুজায়রাহ সরকারের প্রতিষ্ঠান Emirates Technology Solutions LCC (ETEK) এবং এর কারিগরি সহযোগী প্রতিষ্ঠান Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA) নিকট হতে রাজস্বখাতে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ই-ভিসা প্রবর্তনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অর্থনৈতিক বিষয়	(৩) ই-টিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩১ মে ২০২৪-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ অনুবিভাগ প্রধান**

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট ১০/০১/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগ হতে প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভায় কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।	
নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রকল্প আকারে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ২৯/০২/২০২৪ তারিখে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**

সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমুহ যথাযময়ে সুচারূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/৩/২০২৪

(মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৩.২৪.২৭

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪৩০ / ২৭ মার্চ ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২। অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৭/০৩/২০২৪
(মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ)
উপসচিব